দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

সকাম কর্মের বন্ধন

শ্লোক ১

কপিল উবাচ

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ধর্মানেবাবসন্ গৃহে ।
কামমর্থং চ ধর্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্তি তান্ ॥ ১ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিলদেব বললেন; **অথ**—এখন; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **গৃহ-মেধীয়ান্**—গৃহব্রতীদের; **ধর্মান্**—কর্তব্য-কর্ম; **এব**—নিশ্চয়ই; **আবসন্**—বাস করে; **গৃহে**—গৃহে; **কামম্**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি; **অর্থম্**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **চ**—এবং; **ধর্মান্**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **স্বান্**—তার; **দোগ্ধি**—উপভোগ করে; **ভূয়ঃ**—বার বার; **পিপর্তি**—অনুষ্ঠান করে; **তান্**—তাদের।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যে ব্যক্তি গৃহব্রতীর জীবন অবলম্বন করে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে, এবং তার ফলে সে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বাসনা চরিতার্থ করে। সে বার বার একইভাবে আচরণ করে।

তাৎপর্য

দুই প্রকার ব্যক্তি গৃহে অবস্থান করে। তারা হচ্ছে *গৃহমেধী* এবং *গৃহস্থ*। *গৃহমেধীর* লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন, এবং *গৃহস্থের* লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এখানে ভগবান *গৃহমেধী* বা যারা এই জড় জগতেই থাকতে চায়, তাদের সম্বন্ধে বলছেন। তার সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক সুখ উপভোগ করা। সে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার ফলে চরমে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করে। সে আর কিছু চায় না। এই প্রকার ধনী হওয়ার জন্য এবং খুব ভালভাবে আহার এবং পান করার জন্য, সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম

করে। পুণ্য অর্জ্জনের জন্য সে দান করে, যাতে তার পরবর্তী জীবনে সে স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে সে উদ্ধার লাভ করতে চায় না এবং জড় অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি সাধন করতে চায় না। এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় *গৃহমেধী*।

গৃহস্থ হচ্ছেন তিনি যিনি তাঁর পরিবার, স্ত্রী, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বাস করলেও, তাদের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই। তিনি একজন তপস্বী বা সন্ন্যাসী হওয়ার থেকে, পারিবারিক জীবনেই থাকতে পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা, অথবা কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া। এখানে ভগবান কপিলদেব গৃহমেধীদের কথা বলছেন, যাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক উন্নতি সাধন করা, যা তারা প্রাপ্ত হয় যাগ-যজ্ঞ, দান এবং সৎ কর্মের দ্বারা। তারা ভাল অবস্থায় অধিষ্ঠিত, এবং যেহেতু তারা জানে যে, তারা তাদের অর্জিত পুণ্য কর্মের ব্যয় করছে, তাই তারা বার বার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*—তারা চর্বিত বস্তুই চর্বণ করতে পছন্দ করে। ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও, তারা বার বার জড় জগতের যন্ত্রণা অনুভব করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই প্রকার জীবন পরিত্যাগ করতে চায় না।

শ্লোক ২

স চাপি ভগবদ্ধর্মাৎকামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ২ ॥

সঃ—সে; **চ অপি**—অধিকন্তু; **ভগবৎ-ধর্মাৎ**—ভগবদ্ভক্তি থেকে; **কাম-মূঢ়ঃ**—কামের দ্বারা মোহিত; **পরাক্-মুখঃ**—বিমুখ; **যজতে**—পূজা করে; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দেবান্**—দেবতাদের; **পিতৃন্**—পিতৃপুরুষদের; **চ**—এবং; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অন্বিতঃ**—যুক্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই ভক্তিবিহীন, এবং তাই, যদিও তারা নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য বড় বড় ব্রত পালন করে, তবুও তারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে যে, যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*। তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়, তাই তারা দেবতাদের পূজা করে। বৈদিক শাস্ত্রে অবশ্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ধন-সম্পদ, সুন্দর স্বাস্থ্য এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাদের বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা উচিত। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের অনেক দাবি রয়েছে, এবং তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য বহু দেব-দেবীও রয়েছে। যে-সমস্ত গৃহমেধী সমৃদ্ধিশালী বিষয়ী জীবন যাপন করতে চায়, তারা সাধারণত পিণ্ড দান করার মাধ্যমে, দেবতা অথবা পিতৃদের পূজা করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা কৃষ্ণভক্তিহীন এবং তাদের ভগবদ্ভক্তির প্রতি কোন রকম আগ্রহ নেই। এই সব তথাকথিত পুণ্যবান বা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের এই প্রকার মনোভাবের কারণ হচ্ছে নির্বিশেষবাদ। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, পরমতত্ত্বের কোন রূপ নেই এবং তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য যে-কোন একটা রূপের কল্পনা করে তাঁর পূজা করা যেতে পারে। তাই গৃহমেধী বা বিষয়াসক্ত মানুষেরা বলে যে, যে-কোন একটি দেবতার পূজা করা যায় এবং তা ভগবানের পূজারই সমান। বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে যারা মাংসভোজী, তারা কালীর পূজা করতে পছন্দ করে, কারণ কালীর কাছে পাঁঠা বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে। তারা বলে কালীপূজা বা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর অথবা অন্য যে-কোন দেবতাদের পূজার লক্ষ্য একই। এইটি সর্বোচ্চ স্তরের পাষণ্ডতা, এবং এই প্রকার ব্যক্তিরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট। কিন্তু এই দর্শনটি তাদের অত্যন্ত প্রিয়। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার পাষণ্ডতা বরদাস্ত করা হয়নি, এবং সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত বিধি তাদের জন্য, যারা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এখানেও সেই বিচারটি প্রতিপন্ন হয়েছে। *কামমূঢ়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে তার বোধ শক্তি হারিয়েছে অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকর্ষণে কামের দ্বারা মোহিত। *কামমূঢ়* ব্যক্তিরা কৃষ্ণভাবনার অমৃত এবং ভগবদ্ভক্তি থেকে বঞ্চিত। তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের তীব্র বাসনার দ্বারা মোহিত। *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেবতা-উপাসকদের নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩

তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্ ।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥ ৩ ॥

তৎ—দেবতা এবং পিতৃদের প্রতি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আক্রান্ত**—পরাভূত; **মতিঃ**—মন; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষদের; **দেব**—দেবতাদের; **ব্রতঃ**—ব্রত; **পুমান্**—ব্যক্তি; **গত্বা**—গিয়ে; **চান্দ্রমসম্**—চন্দ্রে; **লোকম্**—লোকে; **সোম-পাঃ**—সোমরস পান করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **এষ্যতি**—ফিরে আসবে।

অনুবাদ

এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং পিতৃ ও দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, চন্দ্রলোকে উন্নীত হতে পারে, যেখানে তারা সোমরস পান করতে পারে। তার পর তারা পুনরায় এই লোকে ফিরে আসে।

তাৎপর্য

স্বর্গের একটি গ্রহলোক হচ্ছে চন্দ্র। বিভিন্ন বেদ-বিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, যথা দৃঢ়তা এবং ব্রত সহকারে পিতৃ এবং দেবতাদের উপাসনার দ্বারা পুণ্য কর্ম আদি অনুষ্ঠান করার ফলে, মানুষ এই লোকে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ কাল সেখানে থাকা যায় না। কথিত হয় যে, চন্দ্রলোকের আয়ু দেবতাদের গণনায় দশ হাজার বছর। দেবতাদের কাল গণনায় তাদের এক দিন (বার ঘণ্টা) এই লোকের ছয় মাসের সমান। কৃত্রিম উপগ্রহের মতো কোন ভৌতিক যানে চড়ে কখনও চন্দ্রে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে যারা জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট, তারা পুণ্য কর্মের দ্বারা চন্দ্রলোকে যেতে পারে। কিন্তু চন্দ্রলোকে উন্নীত হলেও, যোগ্য কর্মের দ্বারা অর্জিত পুণ্য শেষ হয়ে গেলে, তাকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/২১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি* ।

শ্লোক ৪

যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; **চ**—এবং; **অহি-ইন্দ্র**—সর্পদের রাজার; **শয্যায়াম্**—শয্যার উপর; **শেতে**—শয়ন করেন; **অনন্ত-আসনঃ**—যাঁর আসন হচ্ছেন অনন্তশেষ; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **তদা**—তখন; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **লয়ম্**—প্রলয়; **যান্তি**—যায়; **তে এতে**—সেই সমস্ত; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহব্রতীদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যখন অনন্তশেষ নামক সর্পশয্যায় শায়িত হন, তখন চন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোক সহ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে যায়।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা চন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে অত্যন্ত আগ্রহী। বহু স্বর্গলোক রয়েছে, যেখানে তারা দীর্ঘ আয়ু এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের সুযোগ লাভ করে, অধিক থেকে অধিকতর জড় সুখ উপভোগের অভিলাষী। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষ জানে না যে, এমন কি সে যদি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মালোকেও যায়, সেখানেও বিনাশ রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, ব্রহ্মালোকেও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ রয়েছে। কেবলমাত্র ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে গেলেই, পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। গৃহমেধী বা বিষয়ীরা কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায় না। তারা নিরন্তর এক দেহ থেকে আর এক দেহে অথবা এক লোক থেকে আর এক লোকে দেহান্তরিত হওয়াই পছন্দ করে। তারা ভগবদ্ধামে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করতে চায় না।

দুই প্রকার প্রলয় রয়েছে। এক প্রকার প্রলয় হয় ব্রহ্মার জীবন অবসানে। তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকগুলি, এমন কি সত্যলোক পর্যন্ত জলে বিলীন হয়ে যায় এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে, যিনি গর্ভোদক সমুদ্রে অনন্তশেষ নামক সর্পশয্যায় শায়িত থাকেন। অন্য প্রলয়টি হয় ব্রহ্মার দিনান্তে, তখন স্বর্গলোক পর্যন্ত সমস্ত নিম্নলোকগুলি লয় হয়ে যায়। তাঁর রাত্রির অবসানে ব্রহ্মা যখন পুনরায় জেগে ওঠেন, তখন এই সমস্ত নিম্নলোকগুলি আবার সৃষ্টি হয়। *ভগবদ্গীতার* বাণী এই যে, যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, সেই কথা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা জানে না যে, তারা যদি স্বর্গলোকেও উন্নীত হয়, প্রলয়ের সময় দেবতা এবং অন্যান্য লোক সহ তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। জীব যে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই।

শ্লোক ৫

যে স্বধর্মান্ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে ।
নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥

যে—যারা; **স্ব-ধর্মান্**—বৃত্তি অনুসারে তাদের কর্তব্য; **ন**—করে না; **দুহ্যন্তি**—সুযোগ গ্রহণ করে; **ধীরাঃ**—বুদ্ধিমান; **কাম**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **হেতবে**—উদ্দেশ্যে; **নিঃসঙ্গাঃ**—জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; **ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করেছে; **কর্মাণঃ**—সকাম কর্ম; **প্রশান্তাঃ**—সন্তুষ্ট; **শুদ্ধ-চেতসঃ**—শুদ্ধ চেতনার।

অনুবাদ

যাঁরা বুদ্ধিমান এবং যাঁদের চেতনা শুদ্ধ, তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত থাকেন। জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোন কর্ম করেন না; পক্ষান্তরে, যেহেতু তাঁরা স্বধর্মে নিরত, তাই তাঁরা বিধান অনুসারে কার্য করেন।

তাৎপর্য

এই প্রকার মানুষদের সর্ব শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অর্জুন। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, এবং তাঁর স্বধর্ম ছিল যুদ্ধ করা। সাধারণত, রাজ্য বিস্তারের জন্য রাজারা যুদ্ধ করে, এবং তারা যে শাসন করে, তা তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য। কিন্তু অর্জুন তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যদিও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি তাঁর রাজ্য অধিকার করতে পারেন, তবুও তিনি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না। কিন্তু যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং *ভগবদ্গীতার* শিক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা, তখন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেননি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।

যে সমস্ত মানুষ তাঁদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য স্বধর্ম আচরণ না করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তা করেন, তাঁদের বলা হয় *নিঃসঙ্গ* অর্থাৎ তাঁরা প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত। *ন্যস্তকর্মাণঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁদের কর্মের ফল তাঁরা ভগবানকে প্রদান করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠান করছেন, কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না; পক্ষান্তরে, তা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের জন্য। এই প্রকার ভক্তদের বলা হয় *প্রশান্তাঃ*, অর্থাৎ 'সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত।' *শুদ্ধচেতসঃ* মানে হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময়; তাঁদের চেতনা বিশুদ্ধ হয়েছে। অশুদ্ধ চেতনায় জীব নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বলে মনে করে, কিন্তু শুদ্ধ চেতনায়

জীব নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করে। নিজেকে ভগবানের নিত্যদাসের পদে অধিষ্ঠিত করে নিরন্তর ভগবানের সেবা করলে, জীব পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারে। জীব যতক্ষণ তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কর্ম করে, ততক্ষণ তাকে সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকতে হবে। সেইটি হচ্ছে সাধারণ চেতনা এবং কৃষ্ণচেতনার মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৬

নিবৃত্তিধর্মনিরতা নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ ।
স্বধর্মাপ্তেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তি-ধর্ম—বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার জন্য যে ধর্ম আচরণ; **নিরতাঃ**—সর্বদা যুক্ত; **নির্মমাঃ**—প্রভুত্ব করার বাসনা-রহিত; **নিরহঙ্কৃতাঃ**—অহঙ্কার-রহিত; **স্ব-ধর্ম**—বর্ণাশ্রম অনুসারে নিজের ধর্ম; **আপ্তেন**—সম্পাদিত; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **পরিশুদ্ধেন**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **চেতসা**—চেতনার দ্বারা।

অনুবাদ

আসক্তি-রহিত হয়ে এবং প্রভুত্ব করার বাসনা-রহিত হয়ে অথবা অহঙ্কারশূন্য হয়ে, নিজের বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের দ্বারা, জীব শুদ্ধ চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবে তথাকথিত জড়-জাগতিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা, মানুষ অনায়াসে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারে।

তাৎপর্য

এখানে *নিবৃত্তিধর্মনিরতাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আসক্তি-রহিত হওয়ার জন্য নিরন্তর স্বধর্ম আচরণ করা।' ধর্ম আচরণ দুই প্রকারের। তার একটিকে বলা হয় *প্রবৃত্তি-ধর্ম*, অর্থাৎ উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য গৃহমেধীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে ধর্ম, যার চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। এই জড় জগতে যারা এসেছে, তাদের সকলেরই প্রভুত্ব করার প্রবণতা রয়েছে। তাকে বলা হয় *প্রবৃত্তি*। কিন্তু তার বিপরীত ধর্ম আচরণটিকে বলা হয় *নিবৃত্তি*, এবং তা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের জন্য। কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, কোন রকম প্রভুত্ব করার বাসনা থাকে না, এবং তিনি আর নিজেকে ঈশ্বর বা প্রভু বলে মনে করার অহঙ্কারের স্তরে অবস্থান করেন না। তিনি সর্বদাই নিজেকে ভগবানের

দাস বলে মনে করেন। সেইটি হচ্ছে চেতনার বিশুদ্ধিকরণের পন্থা। শুদ্ধ চেতনার দ্বারাই কেবল ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা, তাদের উন্নত অবস্থায়, এই জড় জগতের যে-কোন উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু সেই সমস্ত লোক বার বার বিনষ্ট হতে থাকবে।

শ্লোক ৭

সূর্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্ ।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥ ৭ ॥

সূর্য-দ্বারেণ—জ্যোতির্ময় পথের দ্বারা; **তে**—তারা; **যান্তি**—যায়; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্বতঃ-মুখম্**—সর্ব ব্যাপ্ত; **পর-অবর-ঈশম্**—চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের অধীশ্বর; **প্রকৃতিম্**—ভৌতিক কারণ; **অস্য**—এই জগতের; **উৎপত্তি**—উৎপত্তির; **অন্ত**—প্রলয়ের; **ভাবনম্**—কারণ।

অনুবাদ

এই প্রকার মুক্ত পুরুষ জ্যোতির্ময় পথের মাধ্যমে, পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হন, যিনি জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের অধীশ্বর এবং সৃষ্টি ও বিনাশের পরম কারণ।

তাৎপর্য

সূর্যদ্বারেণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জ্যোতির্ময় মার্গের দ্বারা' অথবা সূর্যলোকের মাধ্যমে। জ্যোতির্ময় মার্গ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। *বেদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্ধকারে না গিয়ে, সূর্যলোকের মাধ্যমে যাওয়ার। এখানেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জ্যোতির্ময় পথে বিচরণ করার ফলে, জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; সেই পথে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান যেখানে বাস করেন, সেই লোকে প্রবেশ করা যায়। *পুরুষং বিশ্বতোমুখম্* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবই অত্যন্ত ক্ষুদ্র, যদিও আমাদের গণনায় তারা বৃহৎ বলে মনে হতে পারে। সকলেই অণু-সদৃশ, এবং তাই *বেদে* পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের অধীশ্বর, এবং সৃষ্টির পরম কারণ। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে কেবল উপাদান, প্রকৃত পক্ষে ভগবানের শক্তির দ্বারা জড় জগৎ প্রকাশিত হয়। জড়া প্রকৃতিও ভগবানের শক্তি; কিন্তু যেমন পিতা এবং মাতার মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়, তেমনই জড়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের

ঈক্ষণের সংযোগই হচ্ছে এই জড় জগতের কারণ। তাই, নিমিত্ত কারণ জড় পদার্থ নয়, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।

শ্লোক ৮

দ্বিপরার্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে ।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরচিন্তকাঃ ॥ ৮ ॥

দ্বি-পরার্ধ—দুই পরার্ধ; **অবসানে**—অন্তে; **যঃ**—যখন; **প্রলয়ঃ**—মৃত্যু; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **তে**—তারা; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **অধ্যাসতে**—বাস করে; **লোকম্**—লোকে; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **পর-চিন্তকাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ প্রকাশের উপাসকেরা এই জগতে দুই পরার্ধের শেষ পর্যন্ত থাকেন, যখন ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়।

তাৎপর্য

একটি প্রলয় হয় ব্রহ্মার দিনের শেষে, এবং অন্যটি ব্রহ্মার আয়ুর সমাপ্তিতে। দুই পরার্ধের পর ব্রহ্মার জীবনাবসান হয়, তখন সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়ে যায়। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাঁরা সরাসরিভাবে বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান না। তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডে সত্যলোক অথবা অন্য কোন উচ্চতর লোকে ব্রহ্মার জীবনের অবসান পর্যন্ত অবস্থান করেন। তার পর, ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হন।

পরস্য পরচিন্তকাঃ শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে 'সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করে', অথবা সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে। যখন আমরা কৃষ্ণ বলি, তা সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বকেই উল্লেখ করে। মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষাবতার এবং অন্য সমস্ত অবতারদের সম্মিলিত রূপ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিহিত রয়েছেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই রাম, নৃসিংহ, বামন, মধুসূদন, বিষ্ণু, নারায়ণ আদি সমস্ত অবতার সহ বিরাজ করেন। তিনি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশ কলা সহ বিরাজ করেন, এবং তাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *পরস্য পরচিন্তকাঃ* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, যিনি পূর্ণরূপে

কৃষ্ণভাবনাময়। এই প্রকার ব্যক্তিরা সরাসরিভাবে ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন, অথবা, তাঁরা যদি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশের উপাসক হন, তা হলে তাঁরা প্রলয় পর্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন, এবং তার পর তাঁরা সেখানে প্রবেশ করেন।

শ্লোক ৯

ক্ষ্মাম্ভোঽনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা
কালং পরাখ্যমনুভূয় পরঃ স্বয়ম্ভূঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষ্মা—পৃথিবী; **অম্ভঃ**—জল; **অনল**—অগ্নি; **অনিল**—বায়ু; **বিয়ৎ**—আকাশ; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ভূত**—অহঙ্কার; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **পরিবৃতম্**—আচ্ছাদিত; **প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ**—সংহার করার বাসনায়; **অব্যাকৃতম্**—পরিবর্তনহীন চিদাকাশ; **বিশতি**—প্রবেশ করেন; **যর্হি**—যে সময়; **গুণ-ত্রয়-আত্মা**—তিন গুণ-সমন্বিত; **কালম্**—কাল; **পর-আখ্যম্**—দুই পরার্ধ; **অনুভূয়**—অনুভব করার পর; **পরঃ**—মুখ্য; **স্বয়ম্ভূঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির দুই পরার্ধ নামক বসবাসযোগ্য কালের অভিজ্ঞতার পর ব্রহ্মা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছাদিত জড় ব্রহ্মাণ্ডের অবসান সাধন করে ভগবানের কাছে ফিরে যান।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অব্যাকৃতম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতাতেও সনাতন* শব্দটির মাধ্যমে সেই একই অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে। এই জড় জগৎ ব্যাকৃত, বা পরিবর্তনশীল, এবং অবশেষে তার প্রলয় হয়। কিন্তু এই জড় জগতের প্রলয়ের পরেও, চিৎ-জগৎ বা *সনাতন-ধাম* প্রকাশিত থাকে। সেই চিদাকাশকে বলা হয় *অব্যাকৃত*, যার কোন পরিবর্তন হয় না, এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবান বাস করেন। কালের প্রভাবে জড় ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার পর ব্রহ্মা তা সংহার করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার অভিলাষ করেন, অন্যেরাও তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করেন।

শ্লোক ১০

এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ ।
তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; **পরেত্য**—দূরে গিয়ে; **ভগবন্তম্**—ব্রহ্মা; **অনুপ্রবিষ্টাঃ**—প্রবিষ্ট; **যে**—যাঁরা; **যোগিনঃ**—যোগীরা; **জিত**—সংযত; **মরুৎ**—শ্বাস; **মনসঃ**—মন; **বিরাগাঃ**—বিরক্ত; **তেন**—ব্রহ্মা সহ; **এব**—বাস্তবিক পক্ষে; **সাকম্**—সহ; **অমৃতম্**—আনন্দরূপ; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পুরাণম্**—প্রাচীনতম; **ব্রহ্ম প্রধানম্**—পরব্রহ্ম; **উপযান্তি**—যায়; **অগত**—না গিয়ে; **অভিমানাঃ**—যাদের অহঙ্কার।

অনুবাদ

যে যোগী প্রাণায়াম এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হয়ে, বহু দূরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, দেহত্যাগের পর তাঁরা ব্রহ্মার শরীরে প্রবিষ্ট হন, এবং তাই ব্রহ্মা যখন মুক্তি লাভ করে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান, তখন এই যোগীরাও ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

যোগ-সিদ্ধির ফলে, যোগীরা সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকে পৌঁছাতে পারেন, এবং তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তাঁরা ব্রহ্মার শরীরে প্রবিষ্ট হন। যেহেতু তাঁরা সরাসরিভাবে ভগবানের ভক্ত নন, তাই তাঁরা সরাসরিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারেন না। ব্রহ্মার মুক্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়, এবং তখনই কেবল, ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁরাও মুক্ত হন। তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, জীব যতক্ষণ কোন বিশেষ দেবতার উপাসক থাকেন, ততক্ষণ তাঁর চেতনা সেই দেবতার চিন্তাতেই মগ্ন থাকে, এবং তাই তিনি সরাসরিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারেন না, অথবা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন না, এমন কি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা নির্বিশেষ ব্রহ্মেও লীন হতে পারেন না। পুনরায় সৃষ্টির পর, এই প্রকার যোগী অথবা দেবতা-উপাসকদের আবার জন্ম গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ১১

অথ তং সর্বভূতানাং হৃৎপদ্মেসু কৃতালয়ম্ ।
শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভামিনি ॥ ১১ ॥

অথ—অতএব; **তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **হৃৎ-পদ্মেষু**—হৃদয়-পদ্মে; **কৃত-আলয়ম্**—বাস করেন; **শ্রুত-অনুভাবম্**—যাঁর মহিমা আপনি শ্রবণ করেছেন; **শরণম্**—শরণে; **ব্রজ**—যাও; **ভাবেন**—ভক্তির দ্বারা; **ভামিনি**—হে মাতঃ।

অনুবাদ

অতএব, হে মাতঃ! যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সরাসরিভাবে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন।

তাৎপর্য

পূর্ণ কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে, জীব তাঁর সঙ্গে প্রেমিকরূপে, পরমাত্মারূপে, পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে অথবা প্রভুরূপে তার নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। মানুষ নানাভাবে ভগবানের সঙ্গে তার দিব্য প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, এবং এই ভাবই হচ্ছে প্রকৃত একাত্মতা। মায়াবাদীদের একাত্মতা এবং বৈষ্ণবদের একাত্মতা ভিন্ন। মায়াবাদী এবং বৈষ্ণবেরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে লীন হতে চান, কিন্তু বৈষ্ণবেরা তার ফলে তাঁদের সত্তা হারিয়ে ফেলেন না। তাঁরা প্রেমিকরূপে, পিতামাতারূপে, সখারূপে অথবা সেবকরূপে তাঁদের সত্তা বজায় রাখতে চান।

চিৎ-জগতে প্রভু এবং ভৃত্য এক। সেইটি হচ্ছে পরম পদ। সম্পর্কটি যদিও প্রভু-ভৃত্যের, কিন্তু তা হলেও প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েই সমান স্তরে থাকেন। সেইটি হচ্ছে একাত্মতা। ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতাকে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন কোন পরোক্ষ পন্থা অবলম্বন না করেন। তিনি ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ পন্থাতে অবস্থিত ছিলেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর কোন উপদেশের আর প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। কপিলদেব তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সেইভাবেই থাকেন। তাই তিনি তাঁর মাতাকে *ভামিনি* বলে সম্বোধন করেছেন, যা সূচিত করে যে, তিনি ইতিপূর্বেই তাঁর পুত্ররূপে ভগবানের চিন্তা করেছিলেন। কপিলদেব

দেবহূতিকে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ সেই চেতনা ব্যতীত মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ১২-১৫

আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহর্ষিভিঃ ।
যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগপ্রবর্তকৈঃ ॥ ১২ ॥
ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্মণা ।
কর্তৃত্বাৎসগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্ ॥ ১৩ ॥
স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্তিনা ।
জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্বং প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥
ঐশ্বর্যং পারমেষ্ঠ্যং চ তেঽপি ধর্মবিনির্মিতম্ ।
নিষেব্য পুনরায়ান্তি গুণব্যতিকরে সতি ॥ ১৫ ॥

আদ্যঃ—স্রষ্টা, ব্রহ্মা; **স্থির-চরাণাম্**—স্থাবর এবং জঙ্গমের; **যঃ**—যিনি; **বেদ-গর্ভঃ**—বৈদিক জ্ঞানের ভাণ্ডার; **সহ**—সঙ্গে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—মহান যোগীগণ সহ; **কুমার-আদ্যৈঃ**—কুমারগণ এবং অন্যেরা; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধ জীবগণ সহ; **যোগ-প্রবর্তকৈঃ**—যোগ-পদ্ধতির প্রবর্তকগণ; **ভেদ-দৃষ্ট্যা**—স্বতন্ত্র দৃষ্টির ফলে; **অভিমানেন**—ভ্রান্ত ধারণার ফলে; **নিঃসঙ্গেন**—নিষ্কাম; **অপি**—যদিও; **কর্মণা**—তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা; **কর্তৃত্বাৎ**—কর্তৃত্ব করার মনোভাবের ফলে; **স-গুণম্**—চিন্ময় গুণাবলীযুক্ত; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষ-ঋষভম্**—প্রথম পুরুষাবতার; **সঃ**—তিনি; **সংসৃত্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **কালে**—সময়ে; **কালেন**—কালের দ্বারা; **ঈশ্বর-মূর্তিনা**—ভগবানের প্রকাশ; **জাতে গুণ-ব্যতিকরে**—যখন গুণের প্রতিক্রিয়া হয়; **যথা**—যেমন; **পূর্বম্**—পূর্বের; **প্রজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **পারমেষ্ঠ্যম্**—রাজকীয়; **চ**—এবং; **তে**—ঋষিগণ; **অপি**—ও; **ধর্ম**—তাঁদের পুণ্য কর্মের দ্বারা; **বিনির্মিতম্**—উৎপন্ন; **নিষেব্য**—উপভোগ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আয়ান্তি**—ফিরে আসে; **গুণ-ব্যতিকরে সতি**—যখন গুণসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া হয়।

অনুবাদ

হে মাতঃ। কেউ বিশেষ স্বার্থে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার মতো দেবতা, সনৎ-কুমারের মতো ঋষি, এবং মরীচির মতো মুনিদেরও

সৃষ্টির সময় এই জগতে পুনরায় ফিরে আসতে হয়। প্রকৃতির তিন গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া যখন শুরু হয়, তখন দৃশ্য জগতের স্রষ্টা বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে, এবং আধ্যাত্মিক মার্গ ও যোগ-পদ্ধতির প্রবর্তক মহান ঋষিদেরও কালের প্রভাবে ফিরে আসতে হয়। তাঁরা তাঁদের নিষ্কাম কর্মের প্রভাবে মুক্ত, এবং তাঁরা প্রথম পুরুষ অবতারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু সৃষ্টির সময় তাঁদের পূর্বের মতো রূপ এবং পদে তাঁরা ফিরে আসেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে মুক্ত হতে পারেন, সেই কথা সকলেই জানে, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের মুক্ত করতে পারেন না। ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা কোন জীবকে মুক্তি দিতে পারেন না। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই কেবল মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মাকে এখানে *আদ্যঃ স্থিরচরাণাম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন আদি, প্রথম সৃষ্ট জীব, এবং তাঁর জন্মের পর তিনি সমগ্র দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির ব্যাপারে পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানে তাঁকে *বেদগর্ভ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, তিনি বেদের পূর্ণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত। তাঁর সঙ্গে সর্বদাই মরীচি, কশ্যপ আদি মহা পুরুষগণ সপ্তর্ষিগণ, মহান যোগীগণ, কুমারগণ এবং পারমার্থিক মার্গে উন্নত অন্যান্য জীবগণ থাকেন, কিন্তু তাঁর ভগবান থেকে ভিন্ন নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। *ভেদদৃষ্ট্যা* মানে হচ্ছে, ব্রহ্মা কখনও কখনও মনে করেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র, অথবা তিনি নিজেকে তিনজন স্বতন্ত্র অবতারের একজন বলে মনে করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং রুদ্র বা শিব সংহার করেন। এই তিন জনকে তিনটি ভিন্ন গুণের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে মনে করা হয়, কিন্তু তাঁদের কেউই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নন। এখানে *ভেদদৃষ্ট্যা* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ ব্রহ্মারও নিজেকে রুদ্রের মতো স্বতন্ত্র বলে মনে করার স্বল্প প্রবণতা রয়েছে। কখনও কখনও ব্রহ্মা মনে করেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র, এবং তাঁর উপাসকেরাও মনে করেন যে, ব্রহ্মা স্বতন্ত্র। সেই কারণে, এই জড় জগতের বিনাশের পর, পুনরায় যখন প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি শুরু হয়, তখন ব্রহ্মা ফিরে আসেন। ব্রহ্মা যদিও ভগবানের প্রথম পুরুষাবতার পূর্ণ চিন্ময় মহাবিষ্ণুর কাছে ফিরে যান, তবুও তিনি চিৎ-জগতে থাকতে পারেন না।

তাঁদের ফিরে আসার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখা যেতে পারে। ব্রহ্মা, মহর্ষিগণ এবং যোগের মহেশ্বর (শিব) কোন সাধারণ জীব নন; তাঁরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁদের সমস্ত যোগসিদ্ধি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার প্রবণতা রয়েছে, এবং তাই তাঁদের ফিরে আসতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্বীকার করা হয়েছে যে, কেউ যখন নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করেন, ততক্ষণ তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ হননি অথবা জ্ঞান প্রাপ্ত হননি। জড় সৃষ্টির প্রলয়ের পর, প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর কাছে যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের আবার এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়।

নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান জড় শরীরে প্রকট হন এবং তাই ভগবানের রূপের ধ্যান না করে নিরাকারের ধ্যান করা উচিত, তা একটি মস্ত বড় অধঃপতন। এই বিশেষ ভুলের জন্য, মহান যোগী অথবা অধ্যাত্মবাদীদেরও আবার এই সৃষ্টিতে ফিরে আসতে হয়। নির্বিশেষবাদী এবং অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবেরা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে দিব্য ভগবৎ প্রেম প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন। এই ভক্তির মাত্রা বিকশিত হয় ভগবানকে প্রভু, সখা, পুত্র এবং চরমে প্রেমিক বলে মনে করার ক্রম অনুসারে। এই চিন্ময় বৈচিত্র্যের পার্থক্য সর্বদাই থাকবে।

শ্লোক ১৬

যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্মসু শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
কুর্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ ॥ ১৬ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জগতে; **আসক্ত**—অনুরক্ত; **মনসঃ**—যার মন; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত; **কুর্বন্তি**—অনুষ্ঠান করে; **অপ্রতিষিদ্ধানি**—ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে; **নিত্যানি**—নিত্য কর্তব্যসমূহ; **অপি**—নিশ্চয়ই; **চ**—এবং; **কৃৎস্নশঃ**—বার বার।

অনুবাদ

যারা এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা খুব সুন্দরভাবে এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। তারা প্রতিদিন এই সমস্ত বৈধ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু কর্মফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়ে, তারা তা করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে এবং পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমালোচনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় এবং কতকগুলি সংস্কার অনুষ্ঠান করতে হয়। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য, তাদের প্রত্যহ কতকগুলি বিধি-বিধান পালন করতে হয়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তারা কখনও মুক্ত হতে পারে না। যারা প্রতিটি দেব-দেবীকে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে তাঁদের পূজা করে, তারা কখনও চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারে না, আর যারা তাদের জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের প্রতি আসক্ত, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে।

শ্লোক ১৭

রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ ।
পিতৄন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষ্বভিরতাশয়াঃ ॥ ১৭ ॥

রজসা—রজোগুণের দ্বারা; **কুণ্ঠ**—উৎকণ্ঠায় পূর্ণ; **মনসঃ**—তাদের মন; **কাম-আত্মানঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের অভিলাষী; **অজিত**—অসংযত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—ইন্দ্রিয়; **পিতৄন্**—পিতৃদের; **যজন্তি**—পূজা করে; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **গৃহেষু**—গৃহমেধীর জীবনে; **অভিরত**—যুক্ত; **আশয়াঃ**—মন।

অনুবাদ

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে সর্বদাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের অভিলাষী হয়। তারা পিতৃদের পূজা করে এবং তাদের পরিবারের বা সমাজের অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিবা-রাত্র ব্যস্ত থাকে।

শ্লোক ১৮

ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ ।
কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ ॥ ১৮ ॥

ত্রৈ-বর্গিকাঃ—ত্রিবর্গ সম্বন্ধে উৎসাহী; **তে**—তারা; **পুরুষাঃ**—ব্যক্তিরা; **বিমুখাঃ**—আগ্রহশীল নয়; **হরি-মেধসঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **কথায়াম্**—লীলায়; **কথনীয়**—কীর্তনীয়; **উরু-বিক্রমস্য**—বিশাল বিক্রম যাঁর; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু অসুরকে সংহারকারী।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় ত্রৈবর্গিক, কারণ তারা ত্রিবর্গ সাধনে উৎসাহী। বদ্ধ জীবেদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তারা বিমুখ। তারা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণে আগ্রহী নয়, যা তাঁর অপ্রাকৃত বিক্রমের জন্য শ্রবণীয়।

তাৎপর্য

বৈদিক বিচার অনুসারে, উন্নতি সাধনের চারটি বর্গ রয়েছে, যথা—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। যারা কেবল জড় সুখভোগের প্রতি আগ্রহী, তারা কেবল শাস্ত্র-নির্ধারিত কর্তব্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে। তারা ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটি বর্গের প্রতিই উৎসাহী। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দ্বারা, তারা ভৌতিক জীবন উপভোগ করতে পারে। তাই বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল এই প্রকার উন্নতি সাধনের ব্যাপারে উৎসাহী, যাকে বলা হয় *ত্রৈবর্গিক*। *ত্রৈ* মানে 'তিন' এবং *বর্গিক* মানে 'উন্নতি সাধনের পন্থা'। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, তারা তাঁর প্রতি বিমুখ থাকে।

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *হরিমেধঃ* অথবা 'যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারেন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভগবানের অপূর্ব সুন্দর লীলা শ্রবণে আগ্রহী নয়। তারা মনে করে যে, সেইগুলি মনগড়া গল্পকথা এবং পরমেশ্বর ভগবানও একজন জড় জগতের সাধারণ মানুষ। তারা ভগবদ্ভক্তিতে বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের যোগ্য নয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কেবল খবরের কাগজের গল্প, উপন্যাস এবং কাল্পনিক নাটকের প্রতি আগ্রহশীল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের কার্যকলাপ, অথবা পাণ্ডবদের কার্যকলাপ, কিংবা বৃন্দাবন ও দ্বারকায় ভগবানের কার্যকলাপ—এই সমস্ত বাস্তবিক ঘটনার উল্লেখ *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে, যা ভগবানের কার্যকলাপে পূর্ণ। কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা, যারা কেবল এই জড় জগতে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যস্ত, তারা কখনও ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপে উৎসাহী হয় না। তারা এই জগতের কোন বড় রাজনীতিবিদ অথবা ধনী ব্যক্তির কার্যকলাপের প্রতি উৎসাহী হতে পারে, কিন্তু তারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহী নয়।

শ্লোক ১৯

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্ ।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড্ভুজঃ ॥ ১৯ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **দৈবেন**—ভগবানের আদেশে; **বিহতাঃ**—নিন্দিত; **যে**—যারা; **চ**—ও; **অচ্যুত**—অক্ষর ভগবানের; **কথা**—কাহিনী; **সুধাম্**—অমৃত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করে; **অসৎ-গাথাঃ**—বিষয়ী ব্যক্তিদের কাহিনী; **পুরীষম্**—বিষ্ঠা; **ইব**—মতো; **বিট্-ভুজঃ**—বিষ্ঠাভোজী (শূকর)।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের পরম আদেশ অনুসারে দণ্ডিত হয়। যেহেতু তারা ভগবানের লীলারূপ অমৃতের প্রতি বিমুখ, তাই তাদের বিষ্ঠাভোজী শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তারা ভগবানের চিন্ময় লীলা-বিলাসের কথা না শুনে, বিষয়াসক্ত মানুষদের কুৎসিত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে।

তাৎপর্য

সকলেই অন্যদের কার্যকলাপের কথা শুনতে আগ্রহী, তা সেই ব্যক্তি একজন রাজনীতিবিদ হোন অথবা ধনী ব্যক্তি হোন অথবা কোন কাল্পনিক চরিত্রই হোন—যাদের কার্যকলাপ উপন্যাসে বর্ণিত হয়। কত আজেবাজে সাহিত্য, উপন্যাস এবং মনগড়া দর্শনের বই রয়েছে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত সাহিত্য পাঠ করতে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু তাদের যখন *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ* অথবা বাইবেল, কোরান আদি পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ দেওয়া হয়, তখন তারা তা পাঠ করতে আগ্রহী হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে এই প্রকার ব্যক্তিরা নিন্দিত, ঠিক যেমন একটি শূকর নিন্দিত। শূকর কেবল বিষ্ঠা আহার করতেই আগ্রহী। শূকরকে যদি ক্ষীর অথবা ঘি দিয়ে তৈরি অত্যন্ত সুস্বাদু কোন খাদ্য আহার করতে দেওয়া হয়, তা হলে সে তা পছন্দ করে না; সে কেবল চায় জঘন্য পূতিগন্ধময় বিষ্ঠা। তার কাছে সেইটি হচ্ছে অত্যন্ত সুস্বাদু। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের নিন্দিত বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ তারা কেবল নারকীয় কার্যকলাপে আগ্রহী, চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই। ভগবানের কার্যকলাপের কথা অমৃতময়, এবং সেই সংবাদ ব্যতীত অন্য সমস্ত তত্ত্বই প্রকৃত পক্ষে নারকীয়।

শ্লোক ২০

দক্ষিণেন পথার্যম্নঃ পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে ।
প্রজামনু প্রজায়ন্তে শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ ॥ ২০ ॥

দক্ষিণেন—দক্ষিণ দিগন্ত; **পথা**—পথের দ্বারা; **অর্যম্নঃ**—সূর্যের; **পিতৃ-লোকম্**—পিতৃলোকে; **ব্রজন্তি**—যায়; **তে**—তারা; **প্রজাম্**—তাদের পরিবার; **অনু**—সঙ্গে; **প্রজায়ন্তে**—জন্মগ্রহণ করে; **শ্মশান**—শ্মশান; **অন্ত**—অন্তে; **ক্রিয়া**—সকাম কর্ম; **কৃতঃ**—অনুষ্ঠান করে।

অনুবাদ

এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সূর্যের দক্ষিণ অয়ন পথে পিতৃলোকে গমন করে, তার পর সেখান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, পুনরায় এই লোকে তাদের নিজেদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে জীবনের অন্ত পর্যন্ত পুনরায় সেই সকাম কর্মই করতে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের একবিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই প্রকার ব্যক্তিরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়। তার পর তাদের সারা জীবনের সঞ্চিত পুণ্য ফল শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের আবার এই লোকে ফিরে আসতে হয়, এইভাবে তারা উপরে-নীচে আসা-যাওয়া করতে থাকে। যারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়েছিল, তারা পুনরায় সেই পরিবারে ফিরে আসে, যার প্রতি তারা অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাদের জন্ম হয়, এবং পুনরায় জীবনের অন্ত পর্যন্ত তাদের সকাম কর্ম চলতে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে, এবং তারা সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়।

শ্লোক ২১

ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং সতি ।
পতন্তি বিবশা দৈবৈঃ সদ্যো বিভ্রংশিতোদয়াঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তার পর; **তে**—তারা; **ক্ষীণ**—নিঃশেষ হয়ে গেলে; **সু-কৃতাঃ**—তাদের পুণ্য কর্মের ফল; **পুনঃ**—পুনরায়; **লোকম্ ইমম্**—এই লোকে; **সতি**—হে পুণ্যবতী মাতা; **পতন্তি**—পতিত হয়; **বিবশাঃ**—অসহায়; **দৈবৈঃ**—দৈববশে; **সদ্যঃ**—সহসা; **বিভ্রংশিত**—পতিত হয়; **উদয়াঃ**—উন্নতি।

অনুবাদ

তাদের পুণ্য কর্মের ফল নিঃশেষ হয়ে গেলে, তারা দৈববশে পুনরায় অধঃপতিত হয়ে এই লোকে ফিরে আসে, ঠিক যেমন উচ্চপদে উন্নীত কোন ব্যক্তিকে কখনও কখনও সহসা পদচ্যুত করা হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও দেখা যায় যে, অতি উচ্চ সরকারি পদে আসীন ব্যক্তি সহসা পদচ্যুত হয়, এবং কেউই তাকে আর সাহায্য করতে পারে না। তেমনই, যে-সমস্ত মূর্খ ব্যক্তি উচ্চতর লোকে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হতে অত্যন্ত আগ্রহী, তাদের উপভোগের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে, আবার তাদের এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তের উচ্চ পদ এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত সাধারণ ব্যক্তির উচ্চ পদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভক্ত যখন চিৎ-জগতে উন্নীত হন, তখন আর তাঁর পতন হয় না, কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ যদি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হয়, সেখান থেকেও তার পতন হয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যদি সর্বোচ্চ লোকেও উন্নীত হন, তা হলেও তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয় *(আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ)*। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) প্রতিপন্ন করেছেন, *মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*—"কেউ যখন আমার ধাম প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁকে এই জড় জগতের বদ্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় না।"

শ্লোক ২২

তস্মাত্ত্বং সর্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্ ।
তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি (দেবহূতি); **সর্ব-ভাবেন**—প্রীতি সহকারে; **ভজস্ব**—আরাধনা করুন; **পরমেষ্ঠিনম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তৎ-গুণ**—ভগবানের গুণাবলী; **আশ্রয়য়া**—সম্পর্কিত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **ভজনীয়**—আরাধ্য; **পদ-অম্বুজম্**—যাঁর চরণ-কমল।

অনুবাদ

হে মাতঃ। আমি তাই আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন, কারণ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আরাধ্য। পূর্ণ ভক্তি

এবং প্রেম সহকারে তা গ্রহণ করুন, কারণ তার ফলে আপনি দিব্য ভগবদ্ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন।

তাৎপর্য

পরমেষ্ঠিনম্ শব্দটি কখনও কখনও ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। *পরমেষ্ঠি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম পুরুষ'। ব্রহ্মা যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম পুরুষ, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও হচ্ছেন চিৎ-জগতের পরম পুরুষ। কপিলদেব তাঁর মাকে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, কেননা তা যথার্থই শ্রেয়স্কর। এখানে দেবতাদের শরণ গ্রহণ করা, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবেরও শরণ গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়নি। কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করা উচিত।

সর্বভাবেন শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'সর্ব প্রেমানুভূতি সহকারে'। ভাব হচ্ছে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম লাভের প্রারম্ভিক অবস্থা। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *বুধা ভাবসমন্বিতাঃ*—যিনি ভাবের স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আরাধ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন। এখানে কপিলদেব তাঁর মাকে উপদেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকে *তদ্গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা* বাক্যাংশটিও তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির অনুষ্ঠান চিন্ময়; তা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ নয়। *ভগবদ্গীতায়ও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—যাঁরা ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করেছেন, তাঁরা চিৎ-জগতে অবস্থিত। *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—তাঁরা তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে অধিষ্ঠিত হন।

পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের সেবা করা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়। এখানে কপিলদেব তাঁর মাকে সেই উপদেশ দিয়েছেন, তাই ভক্তি হচ্ছে নির্গুণ, সমস্ত জড় গুণের কলুষ থেকে মুক্ত। আপাত দৃষ্টিতে যদিও ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয়, কিন্তু তা কখনই সগুণ বা জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। *তদ্গুণাশ্রয়য়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী এতই মহিমান্বিত যে, তখন আর অন্য কোন কার্যকলাপে মন বিক্ষিপ্ত হয় না। ভক্তের প্রতি ভগবানের আচরণ এতই মহিমান্বিত যে, ভক্ত আর তখন অন্য কারও পূজা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। পুতনা রাক্ষসী এসেছিল বিষ প্রদান করে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণ যেহেতু কৃপাপূর্বক তার স্তন পান করেছিলেন, তাই পুতনা তাঁর মাতৃপদ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই ভক্তেরা প্রার্থনা করে যে, একজন রাক্ষসী কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসে যদি এই রকম এক অতি মহিমান্বিত পদ প্রাপ্ত হয়, তা হলে তাঁরা কেন কৃষ্ণকে ছেড়ে

অন্য কারোর পূজা করতে যাবে? দুই প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে—তার একটি জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং অন্যটি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে, জড়-জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় প্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়। তাই কেউ আর অন্য দেবতাদের কাছে কেন যাবে?

শ্লোক ২৩

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ২৩ ॥

বাসুদেবে—শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **প্রয়োজিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **জনয়তি**—উৎপন্ন করে; **আশু**—অতি শীঘ্রই; **বৈরাগ্যম্**—অনাসক্তি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-দর্শনম্**—আত্ম-উপলব্ধি।

অনুবাদ

কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হলে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করলে, শীঘ্রই জ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয়।

তাৎপর্য

বুদ্ধিহীন মানুষেরা বলে যে, ভক্তিযোগ তাদের জন্য, যারা দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে উন্নত নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তাঁকে পৃথকভাবে বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হয় না অথবা দিব্য জ্ঞান লাভের প্রতীক্ষা করতে হয় না। বলা হয় যে, কেউ যখন অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভক্তের শরীরে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি যে কিভাবে বিকশিত হয়, তা কেউই বুঝতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হয়। এক ব্যাধ পশু হত্যা করে খুব আনন্দ উপভোগ করত, কিন্তু সে যখন ভগবদ্ভক্তে পরিণত হল, তখন সে একটি পিঁপড়াকে পর্যন্ত মারতে চায়নি। এমনই ভক্তের গুণ।

যারা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের কর্তব্য অনর্থক মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনায় সময় নষ্ট না করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া। পরম সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে, এই শ্লোকের *ব্রহ্মদর্শনম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্মদর্শনম্* মানে হচ্ছে চিন্ময় তত্ত্বকে উপলব্ধি করা

বা জানা। যিনি বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে উপলব্ধি করতে পারেন ব্রহ্ম কি। ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হয়, তা হলে তা দর্শন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দর্শন করা মানে হচ্ছে 'মুখোমুখি দেখা'। *দর্শনম্* বলতে বোঝায় পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করা। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য যদি সবিশেষ না হয়, তা হলে দর্শন হতে পারে না। *ব্রহ্মদর্শনম্* মানে হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই, তিনি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম কি। ভক্তকে ব্রহ্মের প্রকৃতি জানার জন্য আলাদাভাবে অনুসন্ধান করতে হয় না। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—ভক্ত তৎক্ষণাৎ পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করে আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৪

যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ ।
ন বিগৃহ্ণাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥ ২৪ ॥

যদা—যখন; **অস্য**—ভক্তের; **চিত্তম্**—মন; **অর্থেষু**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে; **সমেষু**—সেই; **ইন্দ্রিয়-বৃত্তিভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা; **ন**—না; **বিগৃহ্ণাতি**—দর্শন করে; **বৈষম্যম্**—পার্থক্য; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **ইতি**—এইভাবে; **উত**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে, উন্নত ভক্তের মন সমদর্শী হয়, এবং কোন্ বস্তুটি প্রিয় এবং কোন্ বস্তুটি অপ্রিয়, তিনি এই ধারণার অতীত হন।

তাৎপর্য

দিব্য জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি এবং জড় আকর্ষণের প্রতি অনাসক্তি অতি উন্নত স্তরের ভক্তের ব্যক্তিত্বে দর্শন করা যায়। তাঁর কাছে কোন বস্তুই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, কারণ তিনি কখনই তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কার্য করেন না। তিনি যা কিছু করেন, যা কিছু তিনি ভাবেন, তা সবই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। জড় জগতেই হোক অথবা চিৎ-জগতেই হোক, তাঁর মনের সমদর্শিতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, এই জড় জগতে কোন কিছুই ভাল নয়; জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে, সব কিছুই এখানে খারাপ। জড়বাদীদের ভাল-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত ধারণা কেবল মনোধর্ম বা আবেগ মাত্র।

এই জড় জগতে ভাল বলতে কিছুই নেই। কিন্তু চিন্ময় ক্ষেত্রে সব কিছুই ভাল। চিন্ময় বৈচিত্র্যে কোন রকম প্রমত্ততা নেই। সেইটি হচ্ছে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার লক্ষণ। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই বৈরাগ্য ও জ্ঞান, এবং তার পর প্রকৃত দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, উন্নত স্তরের ভক্ত ভগবানের দিব্য গুণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, এবং সেই সূত্রে তিনি গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যান।

শ্লোক ২৫

স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্ ।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥

সঃ—শুদ্ধ ভক্ত; **তদা**—তখন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনা**—তাঁর অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **নিঃসঙ্গম্**—জড় আসক্তি-রহিত হয়ে; **সম-দর্শনম্**—সমদর্শী হয়ে; **হেয়**—ত্যাজ্য; **উপাদেয়**—গ্রাহ্য; **রহিতম্**—বিহীন; **আরূঢ়ম্**—উন্নীত হয়ে; **পদম্**—দিব্য পদে; **ঈক্ষতে**—দর্শন করেন।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত বুদ্ধির প্রভাবে, সমদর্শী হন, এবং নিজেকে জড়ের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্তরূপে দর্শন করেন। তিনি কোন বস্তুকেই উত্তম বা অধমরূপে দর্শন করেন না, এবং তিনি গুণগতভাবে ভগবানের সমান হওয়ার ফলে, নিজেকে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বলে অনুভব করেন।

তাৎপর্য

আসক্তি থেকে অপ্রিয়ের অনুভূতির উদয় হয়। ভক্তের কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই; তাই তাঁর কাছে প্রিয় অথবা অপ্রিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। ভগবানের সেবার জন্য তিনি সব কিছুই গ্রহণ করতে পারেন, এমন কি তা যদি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে অপ্রিয়ও হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, এবং তার ফলে যা ভগবানের প্রিয়, তা তাঁরও প্রিয়। যেমন, অর্জুনের কাছে প্রথমে যুদ্ধ করা প্রিয় বলে মনে হয়নি, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই যুদ্ধ ছিল ভগবানের প্রিয়, তখন তিনিও তা প্রিয় বলে স্বীকার করেছিলেন। সেইটি শুদ্ধ ভক্তের স্থিতি। তাঁর নিজের স্বার্থে কোন কিছুই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়; তিনি

সব কিছুই করেন ভগবানের জন্য, তাই তিনি আসক্তি এবং অনাসক্তি থেকে মুক্ত। সেইটি হচ্ছে সমভাবের দিব্য স্থিতি। শুদ্ধ ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দ বিধান করে জীবন উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৬

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্ ।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ২৬ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান; **মাত্রম্**—কেবল; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পরম-আত্মা**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **পুমান্**—পরমাত্মা; **দৃশি-আদিভিঃ**—দার্শনিক অনুসন্ধান এবং অন্য পন্থার দ্বারা; **পৃথক্ ভাবৈঃ**—হৃদয়ঙ্গম করার বিবিধ পন্থা অনুসারে; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **ঈয়তে**—অনুভূত হন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পূর্ণ চিন্ময় অদ্বয়জ্ঞান, কিন্তু উপলব্ধির বিবিধ পন্থা অনুসারে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান অথবা পুরুষাবতাররূপে প্রতীত হন।

তাৎপর্য

দৃশ্যাদিভিঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *দৃশি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা দার্শনিক অনুসন্ধান। বিভিন্ন ধারণা অনুসারে, বিবিধ প্রকার দার্শনিক অনুসন্ধানের দ্বারা, যেমন জ্ঞানযোগের দ্বারা ভগবান নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হন। তেমনই, অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা তিনি পরমাত্মারূপে প্রতীত হন। শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে বা শুদ্ধ জ্ঞানে কেউ যখন পরমতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি তাঁকে পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি করেন। চিন্ময় তত্ত্ব কেবল অনুভবের ভিত্তিতে উপলব্ধ হন। এখানে যে *পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্* শব্দগুলির ব্যবহার হয়েছে তা সবই চিন্ময়, এবং তা পরমাত্মাকে নির্দেশ করে। পরমাত্মাকে পুরুষ বলেও বর্ণনা করা হয়, কিন্তু *ভগবান্* বলতে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝায়, যিনি ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য—এই ছয়টি ঐশ্বর্যে পূর্ণ। বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকে তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *পরমাত্মা, ঈশ্বর* এবং *পুমান্*—এই সমস্ত বিবিধ বর্ণনা ইঙ্গিত করে যে, তাঁর বিস্তার অনন্ত।

চরমে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হলে, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। জ্ঞানযোগ অথবা ধ্যানযোগের অনুশীলনের দ্বারা অবশেষে ভক্তিযোগের স্তরে পৌঁছাতে হয়, এবং তখন *পরমাত্মা, ঈশ্বর, পুমান্* ইত্যাদি সকলকেই স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ ভক্ত হোক বা সকাম কর্মী হোক অথবা মুক্তিকামী হোক, তিনি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে পূর্ণ ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া উচিত। এও বলা হয়েছে যে, সকাম কর্মের দ্বারা যে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়, এমন কি কেউ যদি উচ্চতর লোকেও উন্নীত হতে চান, তা সবই কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই তিনি তাঁর উপাসককে সেইগুলির যে-কোন একটি দান করতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকার চিন্তাযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে, একই পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে ভগবান অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মারূপে প্রকাশ করেন। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করার দ্বারা তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন, তা হলে তিনি তা প্রাপ্ত হতে পারেন। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হবে।

ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানী অথবা যোগীরা তা পারে না। তারা ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করতে পারে না। শাস্ত্রে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা কেউ ভগবানের পার্ষদ হয়েছে। যোগ অনুশীলনের দ্বারাও কেউ ভগবানের পার্ষদ হতে পারে না। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে *অদৃশ্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ নিরাকার হওয়ার ফলে, ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে। কোন কোন যোগী তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করেন, এবং তাঁদের ক্ষেত্রেও তিনি অদৃশ্য। ভগবান কেবল ভক্তের কাছে দৃশ্য। এখানে *দৃশ্যাদিভিঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান অদৃশ্য এবং দৃশ্য উভয়রূপেই বিরাজ করেন, তাই ভগবানের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পরমাত্মার রূপ এবং ব্রহ্মের রূপ অদৃশ্য, কিন্তু ভগবানের রূপ দৃশ্য। *বিষ্ণু পুরাণে* অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবানের বিরাট রূপ এবং ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতি অদৃশ্য হওয়ার ফলে, তা হচ্ছে নিকৃষ্ট রূপ। বিরাট রূপের ধারণা জড়, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা আধ্যাত্মিক, কিন্তু সর্বোচ্চ চিন্ময় উপলব্ধি

হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। *বিষ্ণু পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে, *বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ*—ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ হচ্ছে বিষ্ণু, বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন বিষ্ণু। *স্বয়মেব*—সেইটি তাঁর স্বরূপ। পরম চিন্ময় ধারণা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*। ভগবানের বিশেষ ধামকে বলা হয় *পরমং মম*, তা এমনই একটি স্থান, যেখানে একবার গেলে, আর এই দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় না। সমস্ত স্থান, সমগ্র বিস্তার এবং সব কিছুই বিষ্ণুর, কিন্তু যেখানে তিনি স্বয়ং বাস করেন তা হচ্ছে *তদ্ধাম পরমম্*, তাঁর পরম ধাম। ভগবানের সেই পরম ধামই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থল।

শ্লোক ২৭

এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ ।
যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ ॥ ২৭ ॥

এতাবান্—এতখানি; **এব**—কেবল; **যোগেন**—যোগ অনুশীলনের দ্বারা; **সমগ্রেণ**—সম্পূর্ণ; **ইহ**—এই জগতে; **যোগিনঃ**—যোগীর; **যুজ্যতে**—প্রাপ্ত হয়; **অভিমতঃ**—অভিলষিত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **যৎ**—যা; **অসঙ্গঃ**—অনাসক্তি; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **কৃৎস্নশঃ**—পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

সমস্ত যোগীদের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি হচ্ছে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিরক্তি। বিভিন্ন প্রকার যোগ-পদ্ধতির দ্বারা কেবল সেইটুকুই লাভ হয়।

তাৎপর্য

তিন প্রকার যোগ রয়েছে, যথা—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ। ভক্ত, জ্ঞানী এবং যোগী সকলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। জ্ঞানীরা তাঁদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। জ্ঞান-যোগীরা মনে করেন যে, জড় জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য; তাই তাঁরা চেষ্টা করেন, জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে জড়ভোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। অষ্টাঙ্গ-যোগীরাও তাঁদের ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করেন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাই ভক্তের কার্যকলাপ জ্ঞানী এবং যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। অষ্টাঙ্গ-যোগীরা কেবল যম, নিয়ম, আসন,

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার চেষ্টা করেন, এবং জ্ঞানীরা তাঁদের মানসিক বিচারের দ্বারা বোঝবার চেষ্টা করেন যে, ইন্দ্রিয়-সুখ মিথ্যা। কিন্তু সব চাইতে সহজ সরল পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা।

সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বিচ্ছিন্ন করা। কিন্তু তাঁদের চরম লক্ষ্য ভিন্ন। জ্ঞানীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে একাকার হয়ে যেতে চান, যোগীরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে চান, এবং ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে দিব্য প্রেমে ভগবানের সেবা করতে চান। সেই প্রেমময়ী সেবাই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের সিদ্ধ অবস্থা। প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা হচ্ছে জীবনের লক্ষণ, এবং তা কখনও বন্ধ করা যায় না। তাদের কেবল বিযুক্ত করা যায়, যদি উচ্চতর কার্যে তাদের নিযুক্ত করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়, যদি উচ্চতর কার্যকলাপে তাদের যুক্ত করা যায়। সর্ব শ্রেষ্ঠ কার্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। সেইটি হচ্ছে সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ২৮

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্ ।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্মিণা ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **একম্**—এক; **পরাচীনৈঃ**—পরাঙ্মুখ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **নির্গুণম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **অবভাতি**—প্রতীত হয়; **অর্থ-রূপেণ**—বিভিন্ন বস্তুরূপে; **ভ্রান্ত্যা**—ভ্রান্তিবশত; **শব্দ-আদি**—শব্দ ইত্যাদি; **ধর্মিণা**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যারা চিন্ময় তত্ত্বের প্রতি পরাঙ্মুখ, তারা তাদের কল্পনামূলক ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমতত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করে, এবং তাই তাদের সেই ভ্রান্ত কল্পনার ফলে, সব কিছুই তাদের কাছে আপেক্ষিক বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান এক, এবং তিনি তাঁর নির্বিশেষ রূপের দ্বারা সর্ব ব্যাপ্ত। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

"যা কিছু অনুভব করা যায়, তা সবই আমার শক্তির বিস্তার।" সব কিছু তিনিই পালন করছেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সব কিছুতে রয়েছেন। যেমন, ঢোলের আওয়াজের শ্রবণ, সুন্দরী স্ত্রীর দর্শন, জিহ্বার দ্বারা দুধ থেকে প্রস্তুত নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির এগুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে উপলব্ধ হয়, এবং তাই তাদের ভিন্ন-ভিন্নভাবে অনুভব করা যায়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যদিও প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশরূপে সব কিছুই এক। তেমনই, অগ্নির শক্তি হচ্ছে তাপ এবং আলোক, এবং এই দুইটি শক্তির দ্বারা অগ্নি বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, অথবা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে প্রকট হতে পারে। মায়াবাদীরা এই বৈচিত্রাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এই বৈচিত্র্যের প্রকাশকে মিথ্যা বলে মনে করেন না। তাঁরা স্বীকার করেন যে, ভগবানের বিবিধ শক্তির প্রদর্শন হওয়ার ফলে, সেইগুলি ভগবান থেকে অভিন্ন।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা দর্শনটি বৈষ্ণব দার্শনিকেরা কখনই স্বীকার করেন না। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, সমস্ত উজ্জ্বল বস্তুই সোনা নয়, তার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত উজ্জ্বল বস্তু মিথ্যা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, শুক্তিকে সোনালি বলে প্রতীত হয়। এই সোনালি রং চোখের প্রতীতির জন্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শুক্তিটি মিথ্যা। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করে কেউ বুঝতে পারে না যে, বাস্তবে তিনি কে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ *ব্রহ্মসংহিতা* আদি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বর্ণনার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ নিত্য আনন্দময়। আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা আমরা ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে, *জ্ঞানমেকম্*। *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে যারা কেবল তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তারা মূর্খ। তারা পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত ঐশ্বর্যের কথা জানে না। জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির জল্পনা-কল্পনা মানুষকে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত করায় যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার। এই প্রকার মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার ফলে, বদ্ধ জীব ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হয় *ভগবদ্গীতায়* তাঁরই দ্বারা উচ্চারিত বাণীর মাধ্যমে, যেখানে তিনি বলেছেন যে, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই; নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি তাঁকেই আশ্রয় করে রয়েছে। *ভগবদ্গীতার* শুদ্ধ এবং পূর্ণ দর্শনকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা

করা হয়েছে। গঙ্গার জল এতই পবিত্র যে, তার দ্বারা গাধা এবং গরুরাও শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি পবিত্র গঙ্গাকে উপেক্ষা করে, নোংরা নর্দমার জলে শুদ্ধ হতে চায়, তা হলে সে কখনও সফল হবে না। তেমনই, বিশুদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখ থেকে কেবল শ্রবণ করার ফলেই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায়।

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পরাঙ্মুখ, তারাই তাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা কিন্তু কান দিয়ে শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নয়। অতএব জ্ঞান অর্জন করতে হয় শ্রবণ করার মাধ্যমে। *বেদান্ত-সূত্রে* তা প্রতিপন্ন হয়েছে, *শাস্ত্রযোনিত্বাৎ*—শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হয় প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে। অতএব, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তথাকথিত সমস্ত কল্পনা-প্রসূত তর্ক সম্পূর্ণ অর্থহীন। জীবের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তার চেতনা, যা জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন অথবা সুপ্ত অবস্থায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এমন কি গভীর নিদ্রাতেও, সে তার চেতনার দ্বারা অনুভব করতে পারে, সে সুখী না দুঃখী। এইভাবে চেতনা যখন সূক্ষ্ম এবং জড় দেহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তা আচ্ছাদিত, কিন্তু যখন চেতনা কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ হয়, তখন জীব জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

যখন শুদ্ধ জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন জীবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়—সে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস। আবরণ উন্মোচনের পন্থাটি এই রকম—সূর্যের কিরণ জ্যোতির্ময় এবং সূর্যও জ্যোতির্ময়। সূর্যের উপস্থিতিতে, সূর্যরশ্মি সূর্যেরই মতো জ্যোতির্ময়, কিন্তু সূর্যরশ্মি যখন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তখন অন্ধকারের আগমন হয়। তেমনই, মায়ার প্রভাবে জীব যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়, তখন তার অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূচনা হয়। তাই, অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রামাণিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে তাকে তার চিন্ময় চেতনা অথবা কৃষ্ণচেতনাকে জাগরিত করতে হবে।

শ্লোক ২৯

যথা মহানহংরূপস্ত্রিবৃৎ পঞ্চবিধঃ স্বরাট্ ।
একাদশবিধস্তস্য বপুরণ্ডং জগদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥

যথা—যেমন; **মহান্**—মহৎ-তত্ত্ব; **অহম্-রূপঃ**—অহঙ্কার; **ত্রি-বৃৎ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ; **পঞ্চ-বিধঃ**—পাঁচটি জড় উপাদান; **স্ব-রাট্**—ব্যষ্টি চেতনা;

একাদশ-বিধঃ—একাদশ ইন্দ্রিয়; **তস্য**—জীবের; **বপুঃ**—জড় দেহ; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **জগৎ**—বিশ্ব; **যতঃ**—যাঁর থেকে।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব বা সমগ্র শক্তি থেকে, অহঙ্কার, তিন গুণ, পঞ্চ মহাভূত, ব্যষ্টি চেতনা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং জড় দেহ আমি উৎপন্ন করেছি। তেমনই, আমার থেকেই (পরমেশ্বর ভগবান থেকে) সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে *মহৎপদ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, মহত্তত্ত্ব নামক সমগ্র ভৌতিক শক্তি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শায়িত। দৃশ্য জগতের উৎস বা সমগ্র শক্তি হচ্ছে মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে অন্য চব্বিশটি বিভাগ উদ্ভূত হয়েছে, যেমন—একাদশ ইন্দ্রিয় (মন সহ), পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, এবং কলুষিত চেতনা, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। পরমেশ্বর ভগবান মহত্তত্ত্বের কারণ, এবং তাই, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, যেহেতু সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই ভগবান এবং সৃষ্ট জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দৃশ্য জগৎ ভগবান থেকে ভিন্ন। এখানে *স্বরাট্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *স্বরাট্* মানে হচ্ছে 'স্বতন্ত্র।' পরমেশ্বর ভগবান স্বরাট্, এবং ব্যষ্টি জীবও স্বরাট্। যদিও এই দুই প্রকার স্বাতন্ত্র্যের কোন তুলনা হয় না, কেননা জীবের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ব্যষ্টি জীবের যেমন পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা রচিত জড় দেহ রয়েছে, পরম স্বতন্ত্র ভগবানেরও তেমন বিরাট বিশ্বরূপ রয়েছে। জীবের শরীর অনিত্য; তেমনই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, যাকে পরমেশ্বর ভগবানের শরীর বলে বিবেচনা করা হয়, তাও অনিত্য, এবং জীবদেহ এবং ব্রহ্মাণ্ডদেহ উভয়ই মহত্তত্ত্বের দ্বারা রচিত। আমাদের বুদ্ধির দ্বারা তার পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। সকলেই জানে যে, চিৎ-স্ফুলিঙ্গ থেকে তার জড় দেহ বিকশিত হয়েছে, তেমনই পরম চিৎ-স্ফুলিঙ্গ পরমাত্মা থেকে ব্রহ্মাণ্ড-শরীর বিকশিত হয়েছে। জীবের দেহ যেমন স্বতন্ত্র আত্মা থেকে বিকশিত হয়, ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট দেহ তেমন পরমাত্মা থেকে বিকশিত হয়। জীবাত্মার যেমন চেতনা রয়েছে, পরমাত্মারও তেমন চেতনা রয়েছে। কিন্তু পরমাত্মার চেতনা এবং জীবাত্মার চেতনায় যদিও সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু জীবাত্মার চেতনা সীমিত, আর পরমাত্মার চেতনা অসীম। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বর্ণিত হয়েছে। *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি*—পরমাত্মা প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত, ঠিক যেমন জীবাত্মা তার নিজের

দেহে উপস্থিত থাকে। তাঁরা উভয়েই চেতন। পার্থক্য কেবল এই যে, জীবাত্মার চেতনা সমগ্র স্বতন্ত্র দেহটি জুড়ে, আর পরমাত্মার চেতনা কেবল তার স্বতন্ত্র দেহের সমষ্টি জুড়ে।

শ্লোক ৩০

এতদ্বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ ।
সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্গো বিরক্ত্যা পরিপশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এতৎ—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ভক্ত্যা**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **যোগ-অভ্যাসেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **নিত্যশঃ**—সর্বদা; **সমাহিত-আত্মা**—যাঁর মন স্থির; **নিঃসঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ-রহিত; **বিরক্ত্যা**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **পরিপশ্যতি**—হৃদয়ঙ্গম করেন।

অনুবাদ

এই পূর্ণ জ্ঞান তিনিই লাভ করতে পারেন, যিনি শ্রদ্ধা, স্থিরতা এবং পূর্ণ বৈরাগ্য সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, এবং যিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি জড় সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন।

তাৎপর্য

নাস্তিক যোগ অনুশীলনকারী এই পূর্ণ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যাঁরা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তির ব্যবহারিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হতে পারেন। সমগ্র বিশ্বের প্রকাশ এবং তার কারণ সম্বন্ধে বাস্তবিক তত্ত্ব কেবল তাঁদেরই পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে ভগবদ্ভক্তি বিকশিত করেনি, তাদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। *সমাহিতাত্মা* এবং *সমাধি* শব্দ দুটি সমার্থবাচক।

শ্লোক ৩১

ইত্যেতৎকথিতং গুর্বি জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ।
যেনানুবুদ্ধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **কথিতম্**—বর্ণিত; **গুর্বি**—হে শ্রদ্ধেয় মাতা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **দর্শনম্**—প্রকাশ করে; **যেন**—যার দ্বারা;

অনুবুদ্ধ্যতে—হৃদয়ঙ্গম করা হয়; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **প্রকৃতেঃ**—জড়ের; **পুরুষস্য**—আত্মার; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে শ্রদ্ধেয় মাতা! আমি ইতিপূর্বে পরমতত্ত্বকে জানার পন্থা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, যার দ্বারা জড় এবং চেতনের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তাদের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৩২

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

জ্ঞান-যোগঃ—দার্শনিক গবেষণা; **চ**—এবং; **মৎ-নিষ্ঠঃ**—মদ্‌গত; **নৈর্গুণ্যঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তি; **লক্ষণঃ**—নামক; **দ্বয়োঃ**—উভয়ের; **অপি**—অধিকন্তু; **একঃ**—এক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শব্দ**—বাণীর দ্বারা; **লক্ষণঃ**—অর্থ প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

দার্শনিক গবেষণার চরম পরিণতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা। এই জ্ঞান লাভ করে যখন প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তখন ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অথবা দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, একই লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু বহু জন্মের দার্শনিক গবেষণার পর, জ্ঞানবান ব্যক্তি চরমে জানতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছু, এবং তাই তিনি তাঁর শরণাগত হন। এই প্রকার ঐকান্তিক দার্শনিক অত্যন্ত দুর্লভ কারণ তাঁরা প্রকৃত মহাত্মা। দার্শনিক গবেষণার ফলে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে না পারেন, তা হলে তাঁর কার্য পূর্ণ হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন, ততক্ষণ তাঁর জ্ঞানের অন্বেষণ তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কে আসার সুযোগ *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যারা জ্ঞান, যোগ আদি অন্যান্য পন্থা গ্রহণ

করে, তাদের অধিক থেকে অধিকতর ক্লেশ প্রাপ্ত হতে হয়। বহু বহু বছর ধরে ক্লেশ স্বীকার করার পর, যোগী অথবা জ্ঞানী তাঁর কাছে আসতে পারে, কিন্তু সেই পথটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত সরল। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, দার্শনিক জ্ঞানের ফলও অনায়াসে লাভ করা যায়, কিন্তু কেউ যদি তাঁর মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার স্তরে না আসেন, তা হলে তাঁর সমস্ত জ্ঞানের প্রয়াসই পণ্ডশ্রম বলে বুঝতে হবে। জ্ঞানী দার্শনিকের চরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, কিন্তু সেই ব্রহ্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ*—"আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মের আধার, যা অবিনাশী এবং পরম আনন্দ।" ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের পরম উৎস, এমন কি ব্রহ্মানন্দেরও; তাই, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-পরায়ণ, তিনি ইতিমধ্যেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন।

শ্লোক ৩৩

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **পৃথক্-দ্বারৈঃ**—বিভিন্ন প্রকারে; **অর্থঃ**—একটি বস্তু; **বহু গুণ**—বহু গুণ; **আশ্রয়ঃ**—সমন্বিত; **একঃ**—এক; **নানা**—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে; **ঈয়তে**—অনুভূত হয়; **তদ্বৎ**—তেমনই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শাস্ত্র-বর্ত্মভিঃ**—বিভিন্ন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে।

অনুবাদ

একই বস্তু যেমন তার বিভিন্ন গুণের ফলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হয়, তেমনই ভগবান এক, কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে, তিনি ভিন্ন বলে প্রতীত হন।

তাৎপর্য

প্রতীত হয় যে, জ্ঞানযোগের মার্গ অনুসরণ করার ফলে, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বর্ধিত হয়। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে এক—পরমেশ্বর ভগবান।

জ্ঞানযোগের পন্থায়, সেই পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ বলে প্রতীত হন। একই বস্তু যেমন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, তেমনি একই পরমেশ্বর ভগবান মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা নির্বিশেষ বলে প্রতীত হন। দূর থেকে একটি পাহাড়কে মেঘের মতো দেখায়, এবং একজন অজ্ঞ ব্যক্তি পাহাড়টিকে মেঘ বলে অনুমান করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তা মেঘ নয়, তা একটি বিরাট পাহাড়। তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনের কাছ থেকে জানতে হয় যে, মেঘ বলে যা মনে হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে মেঘ নয়, একটি পাহাড়। কারও যখন জ্ঞানের একটু প্রগতি হয়, তখন তিনি মেঘের পরিবর্তে, পাহাড় এবং কিছু সবুজ বস্তু দেখেন। কেউ যখন বাস্তবিকপক্ষে পাহাড়ের কাছে আসেন, তখন তিনি তাতে বহু বৈচিত্র্য দর্শন করেন। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে দুধের। আমরা যখন দুধ দেখি, তখন আমরা দেখি যে তা সাদা; আমরা যখন তার স্বাদ গ্রহণ করি, তখন তা অত্যন্ত সুস্বাদু বলে প্রতীত হয়। আমরা যখন দুধ স্পর্শ করি, তখন তা খুব ঠাণ্ডা বলে বোধ হয়; আমরা যখন দুধের ঘ্রাণ গ্রহণ করি, তখন তার খুব সুন্দর গন্ধ রয়েছে বলে মনে হয়; এবং যখন আমরা শুনি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তাকে বলা হয় দুধ। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুধকে উপলব্ধি করে আমরা বলতে পারি যে, তা সাদা, তা অত্যন্ত সুস্বাদু, তা অত্যন্ত সুন্দর গন্ধযুক্ত, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে দুধ। তেমনই, যাঁরা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা বা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন, আর যাঁরা যোগ অনুশীলনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা তাকে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের দ্বারা পরম সত্যের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষরূপে দর্শন করতে পারেন।

চরমে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত বিভিন্ন পন্থার লক্ষ্য। যে-সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসরণ করে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হন, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে সব কিছু জেনে তাঁর শরণাগত হন। ঠিক যেমন দুধের স্বাদ জিহ্বা দিয়ে গ্রহণ করা যায়, চোখ, নাক অথবা কান দিয়ে নয়, তেমনই পরমতত্ত্বকে পূর্ণরূপে সমস্ত আস্বাদনীয় আনন্দের দ্বারা কেবল একটি পন্থার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়, তা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—কেউ যদি পূর্ণরূপে পরমতত্ত্বকে জানতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এও সত্য, পরমতত্ত্বকে কেউ পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। অণুসদৃশ জীবের পক্ষে তা কখনই

সম্ভব নয়। কিন্তু জীবের পক্ষে ভগবানকে জানা যতটা সম্ভব তা কেবল ভক্তির দ্বারাই লভ্য, অন্য কোন পন্থার দ্বারা নয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পন্থা অনুসরণ করে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যে দিব্য আনন্দ লাভ করা যায় তা অত্যন্ত ব্যাপক, কেননা ব্রহ্ম হচ্ছে অনন্ত। *তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তম্—ব্রহ্মানন্দ* অনন্ত। কিন্তু সেই অনন্ত আনন্দকেও অতিক্রম করা যায়। সেইটি হচ্ছে গুণাতীতের প্রকৃতি। অনন্তকেও অতিক্রম করা যায়, এবং সেই উচ্চতর স্তরটি হচ্ছেন কৃষ্ণ। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেন, তখন যে রস আস্বাদন হয় তা অতুলনীয়, এমন কি ব্রহ্মানন্দের তুলনায়ও। প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাই বলেছেন যে, *কৈবল্য* বা ব্রহ্মানন্দ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মহান এবং বহু দার্শনিক তার মর্ম উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যে-ভক্ত ভগবৎ প্রেমানন্দ উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে এই অনন্ত ব্রহ্মানন্দ নারকীয় বলে মনে হয়। তাই, প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য, এই ব্রহ্মানন্দের স্তরও অতিক্রম করতে হবে। মন যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের কেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণও তেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, তাই তাঁকে বলা হয় হৃষীকেশ। হৃষীকেশ বা শ্রীকৃষ্ণে মনকে স্থির করার পন্থাকে বলা হয় ভক্তি, যা মহারাজ অম্বরীষ করেছিলেন। (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। ভক্তি হচ্ছে সমস্ত পন্থার মূল তত্ত্ব। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানযোগ অথবা অষ্টাঙ্গ-যোগ সফল হতে পারে না, এবং কৃষ্ণের সমীপবর্তী না হলে, আত্ম-উপলব্ধির তত্ত্বের কোন চরম লক্ষ্য থাকে না।

শ্লোক ৩৪-৩৬

ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ ।
আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্মণাম্ ॥ ৩৪ ॥
যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হি ।
ধর্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্ ॥ ৩৫ ॥
আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্ ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়য়া—সকাম কর্মের দ্বারা; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দানৈঃ**—দানের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **স্বাধ্যায়**—বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যয়ন; **মর্শনৈঃ**—দার্শনিক অনুসন্ধানের দ্বারা; **আত্ম-ইন্দ্রিয়-জয়েন**—মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার দ্বারা; **অপি**—ও; **সন্ন্যাসেন**—সন্ন্যাসের দ্বারা; **চ**—এবং; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **যোগেন**—যোগ অনুশীলনের দ্বারা; **বিবিধ-অঙ্গেন**—বিভিন্ন বিভাগের; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **ধর্মেণ**—কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের দ্বারা; **উভয়-চিহ্নেন**—উভয় লক্ষণ-সমন্বিত; **যঃ**—যিনি; **প্রবৃত্তি**—আসক্তি; **নিবৃত্তি-মান্**—বৈরাগ্যযুক্ত; **আত্ম-তত্ত্ব**—আত্ম-উপলব্ধি বিজ্ঞান; **অববোধেন**—হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা; **বৈরাগ্যেণ**—অনাসক্তির দ্বারা; **দৃঢ়েন**—দৃঢ়; **চ**—এবং; **ঈয়তে**—অনুভূত হয়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এভিঃ**—এইগুলির দ্বারা; **স-গুণঃ**—জড় জগতে; **নির্গুণঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **স্ব-দৃক্**—যিনি তাঁর স্বরূপ দর্শন করেন।

অনুবাদ

সকাম কর্ম এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপশ্চর্যা অনুষ্ঠানের দ্বারা, বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা, দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, মন নিগ্রহের দ্বারা, ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা, যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অনুশীলনের দ্বারা, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগ প্রদর্শনের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারা এবং তীব্র বৈরাগ্য জাগ্রত করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি দক্ষ, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে, জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে যেভাবে তাঁর স্বরূপে তিনি প্রকাশিত, সেইভাবে উপলব্ধি করেন ।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয়। বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষদের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন কর্তব্য কর্ম নির্দেশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকাম কর্ম, যজ্ঞ এবং দান গৃহস্থ আশ্রমের কর্ম। চারটি আশ্রম রয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। গৃহস্থদের জন্য যজ্ঞ, দান এবং শাস্ত্র-বিধি অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনই তপস্যা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, এবং জ্ঞানের অন্বেষণ বানপ্রস্থীদের জন্য। সদ্‌গুরুর কাছে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্রহ্মচারীদের কর্তব্য কর্ম। আত্মেন্দ্রিয় জয়, মনঃসংযম এবং ইন্দ্রিয়-দমন সন্ন্যাস আশ্রমীদের কর্তব্য কর্ম। এই সমস্ত বিভিন্ন কার্যকলাপ বিভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যাতে তাঁরা

আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং সেখানে থেকে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৩৪-এর বর্ণনা অনুসারে, *ভক্তিযোগেন চৈব হি* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, যোগ বা যজ্ঞ বা সকাম কর্ম বা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন বা জ্ঞানের অন্বেষণ বা সন্ন্যাস আশ্রম, যা কিছু করণীয় রয়েছে তা সবই ভক্তিযোগে সম্পাদন করা উচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে, *চৈব হি* শব্দ দুইটি ইঙ্গিত করে যে, এই সমস্ত কার্য ভক্তি সহ সম্পাদন করা উচিত, তা না হলে সমস্ত কার্যই নিষ্ফল হবে। যে-কোন কর্তব্য কর্ম ভগবানের জন্য সম্পাদন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যৎকরোষি যদশ্নাসি*—"তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর, যে তপস্যা কর এবং যা কিছু দান কর, সেই সমস্ত ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য।" এইভাবে কর্ম সম্পাদন করা যে অবশ্য কর্তব্য, তা বোঝাবার জন্য এব শব্দটি যুক্ত হয়েছে। সমস্ত কার্যে যদি ভগবদ্ভক্তি যুক্ত না করা হয়, তা হলে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না, কিন্তু যখন সমস্ত কার্যকলাপে ভক্তিযোগের প্রাধান্য থাকে, তখন চরম উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে সাধিত হয়।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী হওয়া উচিত, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—"বহু বহু জন্মের পর, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছু বলে জেনে, মানুষ তাঁর শরণ গ্রহণ করেন।" *ভগবদ্গীতাতে* ভগবান আরও বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*—"সমস্ত যজ্ঞ এবং কঠোর তপস্যার ভোক্তা ভগবান।" তিনি সমস্ত লোকের ঈশ্বর, এবং তিনি প্রতিটি জীবের সুহৃৎ।

ধর্মেণোভয়চিহ্নেন শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে ভক্তিযোগের দুটি লক্ষণ, যথা—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি এবং সমস্ত জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি। ভগবদ্ভক্তির পথে প্রগতির দুইটি লক্ষণ রয়েছে, ঠিক যেমন আহারের সময় দুই রকমের অবস্থা ঘটে। কেউ আহার করলে যেমন পুষ্টি এবং তৃপ্তি অনুভব করে, এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে সে আহারের প্রতি অনাসক্ত হয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়, এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্তি আসে। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কার্যে এই প্রকার বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি দেখা যায় না। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি বৃদ্ধি করার নয়টি বিভিন্ন পন্থা রয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন। জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি বৃদ্ধি করার পন্থা ৩৬ শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্বধর্ম আচরণের দ্বারা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, স্বর্গ আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া যায়। মানুষ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই সমস্ত বাসনা অতিক্রম করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরের ব্রহ্মস্বরূপ বুঝতে পারেন, এবং কেউ যখন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তখন তিনি অন্য সমস্ত পন্থাগুলি দেখতে পান এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে স্থিত হন। সেই সময় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

পরমেশ্বর ভগবান-উপলব্ধিকে বলা হয় *আত্মতত্ত্ববোধেন*, অর্থাৎ 'নিজের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা'। কেউ যখন ভগবানের নিত্যদাসরূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন তিনি জড় জগতের সেবার প্রতি অনাসক্ত হন। সকলেই কোন না কোন প্রকার সেবায় যুক্ত। কেউ যদি তাঁর নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ হন, তা হলে তিনি তাঁর নিজের স্থূল দেহটির, অথবা তাঁর পরিবারের, সমাজের অথবা দেশের সেবায় যুক্ত হন। কিন্তু মানুষ যখনই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, (*স্বদৃক্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি দর্শন করতে সক্ষম'), তখন তিনি এই প্রকার জাগতিক সেবা ত্যাগ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

মানুষ যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন থাকেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, তিনি উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারেন, যেখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, বায়ুদেব, ব্রহ্মা এবং শিব, এঁরা হচ্ছেন জড় জগতে ভগবানের প্রতিনিধি। সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানের ভৌতিক প্রকাশ। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা এই সমস্ত দেবতাদের সমীপবর্তী হওয়া যায়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যাঁরা দেবতাদের প্রতি আসক্ত এবং যাঁরা তাঁদের স্বধর্ম আচরণ করেন, তাঁরা এই সমস্ত দেবতাদের লোকে যেতে পারেন। এইভাবে, পিতৃলোকে যাওয়া যায়। তেমনই, যিনি তাঁর জীবনের প্রকৃত স্থিতি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ৩৭

প্রাবোচং ভক্তিযোগস্য স্বরূপং তে চতুর্বিধম্ ।
কালস্য চাব্যক্তগতের্যোঽন্তর্ধাবতি জন্তুষু ॥ ৩৭ ॥

প্রাবোচম্—বর্ণিত হয়েছে; **ভক্তি-যোগস্য**—ভগবদ্ভক্তির; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **তে**—আপনাকে; **চতুঃ-বিধম্**—চারটি বিভাগে; **কালস্য**—সময়ের; **চ**—ও;

অব্যক্ত-গতেঃ—যার গতি অপ্রত্যক্ষ; **যঃ**—যা; **অন্তর্ধাবতি**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **জন্তুষু**—জীবের।

অনুবাদ

হে মাতঃ! আমি আপনাকে ভক্তিযোগের পন্থা এবং চারটি আশ্রমে এর স্বরূপ বর্ণনা করেছি। শাশ্বত কাল যে কিভাবে সকলের কাছে অদৃশ্য থেকে, সমস্ত জীবেদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তাও আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের পন্থা পরমতত্ত্বরূপ সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত একটি নদীর মতো, এবং অন্য যে-সমস্ত পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলি উপনদীর মতো। ভগবান কপিলদেব ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্ণিত ভক্তিযোগ চারটি বিভাগে বিভক্ত—তার তিনটি জড়া প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত, এবং একটি চিন্ময়, যা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকৃতির গুণের দ্বারা মিশ্র ভক্তি হচ্ছে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের কারণ, কিন্তু কর্মফল এবং মনোধর্মী জ্ঞানের বাসনা-রহিত ভক্তি শুদ্ধ, যা হচ্ছে পরা ভক্তি।

শ্লোক ৩৮

জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্মনির্মিতাঃ ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

জীবস্য—জীবের; **সংসৃতীঃ**—সংসার মার্গ; **বহ্বীঃ**—বহু; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানে; **কর্ম**—কর্মের দ্বারা; **নির্মিতাঃ**—রচিত; **যাসু**—যাতে; **অঙ্গ**—হে মাতঃ; **প্রবিশন্**—প্রবেশ করে; **আত্মা**—জীব; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **গতিম্**—গতি; **আত্মনঃ**—নিজের।

অনুবাদ

অজ্ঞান-জনিত বা আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কর্ম করার ফলে, সেই কর্ম অনুসারে জীবের নানা প্রকার জড়-জাগতিক স্থিতি লাভ হয়। হে মাতঃ! কেউ যখন সেই বিস্মৃতিতে প্রবেশ করে, তখন সে বুঝতে পারে না, তার গতি কোথায় শেষ হবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন সংসার-চক্রে প্রবেশ করে, তার পক্ষে তা থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন। তাই, পরম পুরুষ ভগবান নিজে আসেন অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, এবং *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্র রেখে যান, যাতে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীব সেই সমস্ত উপদেশের, সাধু ও গুরুর উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, এবং তার ফলে মুক্ত হতে পারে। জীব যতক্ষণ না সাধু, গুরু অথবা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করে, ততক্ষণ তার পক্ষে এই সংসারের অন্ধকার থেকে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব নয়। তার নিজের চেষ্টায় তা কখনও সম্ভব হয় না।

শ্লোক ৩৯

নৈতৎখলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্মধ্বজায় চ ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই উপদেশ; **খলায়**—ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের; **উপদিশেৎ**—উপদেশ দেওয়া উচিত; **ন**—না; **অবিনীতায়**—অবিনীতদের; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **ন**—না; **স্তব্ধায়**—দাম্ভিকদের; **ন**—না; **ভিন্নায়**—দুরাচারীদের; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধর্ম-ধ্বজায়**—অর্থ লাভের জন্য যারা লোক-দেখানো ধর্মের অনুষ্ঠান করে; **চ**—ও।

অনুবাদ

কপিলদেব বললেন—এই উপদেশ কখনও ঈর্ষালু, অবিনীত অথবা দুরাচারীদের দেওয়া উচিত নয়। এই উপদেশ দাম্ভিক এবং ধর্মধ্বজীদের জন্য নয়।

শ্লোক ৪০

ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে ।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি ॥ ৪০ ॥

ন—না; **লোলুপায়**—লোভীকে; **উপদিশেৎ**—উপদেশ দেওয়া উচিত; **ন**—না; **গৃহ-আরূঢ়-চেতসে**—যারা পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **ন**—না; **অভক্তায়**—অভক্তকে; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **জাতু**—কখনও; **ন**—না; **মৎ**—আমার; **ভক্ত**—ভক্ত; **দ্বিষাম্**—বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন; **অপি**—ও।

অনুবাদ

যারা অত্যন্ত লোভী, পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, অভক্ত এবং ভগবান ও ভগবানের ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তাদের কখনও এই উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

যারা সর্বদাই অন্য জীবেদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে, তারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য নয়, এবং তারা ভগবানের দিব্য প্রেমভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যে-সমস্ত তথাকথিত শিষ্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিমভাবে গুরুর অনুগত হয়, তারাও বুঝতে পারে না কৃষ্ণভাবনামৃত অথবা ভগবদ্ভক্তি কি। অনেক মানুষ রয়েছে যারা অন্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য ভগবদ্ভক্তিকে সকলেরই পক্ষে গ্রহণযোগ্য সাধারণ পারমার্থিক পন্থা হিসাবে বুঝতে পারে না, তাই তারাও কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সময় শিক্ষার্থী হয়ে মানুষ আসে এবং আমাদের সংস্থায় যোগদান করে, কিন্তু কোন বিশেষ ধরনের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ আসক্তি থাকার ফলে, তারা আমাদের সংস্থা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ভব-সমুদ্রে হারিয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে, কৃষ্ণভাবনামৃত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বিশ্বাস নয়; এটি পরমেশ্বর ভগবানের এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা। ভেদভাব-রহিত হয়ে, যে কেউই এই আন্দোলনে যোগদান করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু মানুষ রয়েছে যাদের মনোভাব ভিন্ন। তাই, সেই প্রকার মানুষদের কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ না দেওয়াই ভাল।

সাধারণত, জড়বাদী ব্যক্তিরা নাম, যশ এবং জড়-জাগতিক লাভের প্রতি আসক্ত, তাই কেউ যখন এই সমস্ত উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করে, তখন তারা কখনই এই দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। এই ধরনের মানুষেরা ধর্মকে সামাজিক অলঙ্করণরূপে গ্রহণ করে। বিশেষ করে এই কলিযুগে তারা নামেমাত্র কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই প্রকার মানুষেরাও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কেউ যদি জড় বিষয়ের প্রতি লোভী না হলেও পরিবারের প্রতি আসক্ত হয়, তারাও কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে, এই প্রকার ব্যক্তিরা বিষয়ের প্রতি খুব একটা লোভী নয় বলে মনে হয়, কিন্তু তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র এবং পারিবারিক উন্নতির প্রতি

অত্যন্ত আসক্ত। উপরোক্ত দোষগুলির দ্বারা কলুষিত না হওয়া সত্ত্বেও, যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সেবার প্রতি আগ্রহী না হয়, অথবা সে যদি অভক্ত হয়, তা হলে সেও কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৪১

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে ।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ ॥ ৪১ ॥

শ্রদ্দধানায়—শ্রদ্ধালু; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **বিনীতায়**—বিনীত; **অনসূয়বে**— মাৎসর্য-রহিত ; **ভূতেষু**—জীবেদের; **কৃত-মৈত্রায়**—বন্ধুভাবাপন্ন; **শুশ্রূষা**—শ্রদ্ধাযুক্ত সেবা; **অভিরতায়**—করতে ইচ্ছুক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

যে শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্ত গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নির্মৎসর, সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাব সমন্বিত এবং বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সহকারে সেবা করতে উৎসুক, তাঁকেই কেবল উপদেশ দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৪২

বহির্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তাম্ ।
নির্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

বহিঃ—যা বাইরে; **জাত-বিরাগায়**—যিনি অনাসক্ত হয়েছেন; **শান্ত-চিত্তায়**—যাঁর মন শান্ত; **দীয়তাম্**—এই উপদেশ দেওয়া যায়; **নির্মৎসরায়**—মাৎর্সয-রহিত ব্যক্তিকে; **শুচয়ে**—পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **যস্য**—যাঁর; **অহম্**—আমি; **প্রেয়সাম্**—সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়তম।

অনুবাদ

যাঁরা কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ, যাঁরা কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্ত, এবং যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে সব চাইতে প্রিয় বলে গ্রহণ করেছেন, গুরুদেব তাঁদেরই এই জ্ঞান দান করবেন।

তাৎপর্য

প্রথমে কেউই ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন না। এখানে ভক্ত শব্দটির অর্থ, যিনি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সংস্কার-সাধক পন্থা অবলম্বন করতে ইতস্তত করেন না। ভগবদ্ভক্ত হতে হলে সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হয় এবং ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হয়। ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের জন্য চৌষট্টিটি বিধির মধ্যে প্রধান পাঁচটি হচ্ছে—ভক্তসেবা, সংখ্যাপূর্বক ভগবানের দিব্য নাম জপ, শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, আত্মউপলব্ধ ব্যক্তির কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* বা *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করা এবং পবিত্র স্থানে বাস করা, যেখানে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে কোন রকম বিঘ্ন না হয়।

গুরুদেবকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। গুরুভ্রাতাদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, গুরুভ্রাতা যদি কৃষ্ণভক্তিতে অধিক জ্ঞান প্রাপ্ত এবং উন্নত হন, তা হলে তাঁকে গুরুতুল্য সম্মান করা উচিত, এবং কৃষ্ণভক্তির পথে এই প্রকার গুরুভ্রাতাদের উন্নতি সাধন করতে দেখে সুখী হওয়া উচিত। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত দয়ালু হওয়া, কারণ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। সেইটি হচ্ছে প্রকৃত মানব-হিতৈষী কার্য, কারণ তা হচ্ছে অন্যান্য মনুষদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার পন্থা, এবং তাদের পক্ষে এইটি অত্যন্ত আবশ্যক। *শুশ্রূষাভিরতায়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি শ্রদ্ধা সহকারে গুরুদেবের সেবায় যুক্ত। গুরুদেবকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা উচিত এবং তাঁর আরামের সমস্ত ব্যবস্থা করা উচিত। যে ভক্ত তা করেন, তিনি এই উপদেশ গ্রহণের যোগ্য। *বহির্জাতবিরাগায়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে-ব্যক্তি বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ জড়-জাগতিক কামনা থেকে বিরক্ত হয়েছেন। তিনি কেবল কৃষ্ণেতর কার্যকলাপ থেকেই বিরত নন, সেই সঙ্গে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অন্তরেও তাঁর বিরক্ত হওয়া উচিত। এই প্রকার ব্যক্তির নির্মৎসর হওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং সর্বদাই সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধনের কথা চিন্তা করা উচিত, কেবল মানুষদেরই নয়, অন্যান্য জীবেদেরও। *শুচয়ে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি বাইরে এবং অন্তরে শুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বাইরে এবং অন্তরে শুদ্ধ হতে হলে কৃষ্ণ, বিষ্ণু আদি ভগবানের দিব্য নাম সর্বদা কীর্তন করা উচিত।

দীয়তাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনামৃতের জ্ঞান গুরুদেবের দান করা উচিত। গুরুদেবের পক্ষে কখনও অযোগ্য শিষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়; পেশাদারি গুরু হওয়া উচিত নয় এবং অর্থ লাভের জন্য শিষ্য সংগ্রহ করা উচিত নয়। সদ্‌গুরুর কর্তব্য

হচ্ছে, যে-শিষ্যকে তিনি দীক্ষা দেবেন, তার যেন উপযুক্ত যোগ্যতা থাকে। অযোগ্য ব্যক্তিকে দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তাঁর শিষ্যকে সদ্‌গুরুর এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, ভবিষ্যতে পরমেশ্বর ভগবানই কেবল তার জীবনের প্রিয়তম লক্ষ্য হয়।

এই দুইটি শ্লোকে ভক্তের গুণগুলি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত গুণগুলি বিকশিত করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ভক্তপদে উন্নীত হয়েছেন। কেউ যদি এই সমস্ত গুণগুলি বিকশিত না করে থাকে, তা হলে শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্য, তাকে এই সমস্ত গুণগুলি অর্জন করতে হবে।

শ্লোক ৪৩

য ইদং শৃণুয়াদম্ব শ্রদ্ধয়া পুরুষঃ সকৃৎ ।
যো বাভিধত্তে মচ্চিত্তঃ স হ্যেতি পদবীং চ মে ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করবে; **অম্ব**—হে মাতঃ; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **সকৃৎ**—একবার; **যঃ**—যিনি; **বা**—অথবা; **অভিধত্তে**—পুনরাবৃত্তি করে; **মৎ-চিত্তঃ**—তাঁর মন আমাতে স্থির করে; **সঃ**—তিনি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এতি**—লাভ করেন; **পদবীম্**—ধাম; **চ**—এবং; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে যিনি একবার আমার ধ্যান করেন, এবং আমার বিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তন করেন, নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের 'সকাম কর্মের বন্ধন' নামক দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।